বিশ্বজননী পরম কৃপাময়ী শ্রী শ্রী মা এবং অব্যক্ত পরমব্রহ্ম জ্যোতীরূপ সনাতন পরম দয়াল মহাবতার শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ

— শ্রী তপন গাঙ্গুলি

হে মহাবতার তোমায় স্মরণ করে তোমার কথা তুমিই লিখবে আমার লেখার কোন কলমের জোর নাই কারণ তুমি আমায় বললে মহাবীর তুমি এবার লিখবে না তাই শুরু করলাম তোমার অমৃতময় বাণী লীলাখেলা —

"ওহে গুরু কল্পতরু জগৎ জোড়া নাম তোমাকে আমরা টানাটানি যতই করি তুমি নির্বিকার" এ বাণী আমার ঠাকুরের — বুঝলা মহাবীর বেটা সৎ কাজ সেটা আগে কর বাকি সব সরিয়ে রাখ - সকলের কাছে সব কথা বলা যায় না - যে উপলব্ধি করে তার কাছেই বলা যায় - আমরা যন্ত্র — চালাচ্ছে আমাদের যন্ত্রী — সবই আছে কিন্তু আমরা নাই তাই কিছু দেখতে পাচ্ছি না — লড়ে বড় হয়েছ — তোমরা আছ ত সব ঠিক হবে এই জেনেই নামছিলাম — ওটাও ঠিক হবে বাকি সবই জানি নিমিত্তমাত্র যন্ত্র ভব সব্যসাচী তুমি যেমন চালাচ্ছ তেমন চলছি। যখনই যে কাজ কর তার সম্পূর্ণ একেবারে তলিয়ে দেখে নেবে কেন হচ্ছে না তখন কারণটার Merits & Demerits খুঁজে পাবে- উপর উপর কিছু থাকেনা — মনে যতক্ষণ না ধরবে ততক্ষণ কাজ হবে না — যেই মনে ধরল সিদ্ধিলাভ হল।

আমাদের কর্মনীতি আর ধর্মনীতি এই দুই নীতি নিয়ে থাকব খেটে পয়সা রোজগার করব আর শ্রীগুরু আমি তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাকব আর সংসারে কিভাবে থাকব তাও বলে গেছি আমরা, রাজনীতি নিয়ে থাকব না —

ঋণী একথা বলছ কেন মহাবীর — আমি জীবনভোর ঋণী, তোমরা পাঁচজনে দিচ্ছ বলে খাচ্ছি — পৃথিবীর অন্য আশ্রমে গুরুসেবা করে কিন্তু আমার আশ্রমে আমি শিব্য সেবা করি মানুষ সেবা করি — তাকে পাওয়া যায় মনে - বনে আর কোনে — যদি তাকে মনে না ধরে বনে — আর বনে অসুবিধা মনে তবে ঘরে ছাদে নির্জন স্থানে যাও কিন্তু অন্য লোক থাকতে পারবে না কারণ সে তোমার ঐ জিনিষটা দেখতে পারবে না' —ভাল বলবে না — বলবে

এই বয়সে ধ্যান তুই বুঝবি কি? মানে কি করে না করে — আমি তোমাদের শরীর সুস্থ কামনা করি সকলের আবার আমার মহাবীর যেন শরীর সুস্থ ঠিক রেখে চুড়ান্ত করতে পারে জীবনভোর — যখনই যা কিছু করবে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত গুরুকে নিবেদন করে করবে — সেই জয়গুরু শ্রীগুরু গুরু কৃপাহি কেবলম্ নামের জন্য তড়িয়ে যাবে সে — ৪০ বছর সদ্‌গুরুর সঙ্গ করলে তবে কিঞ্চিৎ শ্রীগুরুদেবকে জানা যায়।

আমার মন যা বলে সেটি আমি করি এতে শাস্ত্র মাস্ত্র কিছু আমার খাটে না শাস্ত্র আমার থেকে উৎপত্তি — কোন শাস্ত্রের আমি ধার ধারী না — শ্বাস ধাতু লিট্ অ যার দ্বারা শাসন করা যায় এ বড় কঠিন ব্যাখ্যা ওর মধ্যে আমি যেতে চাই না —

এ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রকার শাস্ত্রের মাধ্যমে তাকে পেয়েছে? একমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু — তাও তার বন্ধুজনে শাস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে দিলে, তার থেকে গোবিন্দকে স্মরণ করি — ব্যাস্ হয়ে গেল — আমাদের গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিন শাস্ত্র পড়ে নাই শাস্ত্র এসে তার কাছে ধরা দিয়েছে তুমি যদি চিনতে না চাও জোর করে তোমাকে চেনান যাবে? চোখে দেখে তাকে — তার কার্য্যকলাপ দেখে তার শক্তির ক্ষমতা উপলব্ধি যদি না কর — তার লীলাখেলা যেমন চরম মৃত্যু থেকে যিনি বাঁচাতে পারেন সেটা দেখেও যদি বিশ্বাস না কর অন্যের কথায় কি বিশ্বাস করবে হে — অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা না করলে শেষে ত তোমার দীক্ষা নিলেই সব শুদ্ধ হয়ে যায় — শরীর শুদ্ধ — মন শুদ্ধ — তার মধ্যে কর্তব্য বিবেক বুদ্ধি সব জাগবে — খারাপ রিপু সব আস্তে আস্তে তাড়িয়ে দেবে — তাড়াহুড়া কর কেন? আগে রাস্তা তৈরী করতে হয় — মানুষের তারপরে আসতে ক্ষতি নাই দীক্ষা নেবার জন্য —

তবে মানুষকে কতটা কি বোঝাতে পারলাম জানিনা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলেছি এই নাইলে সততা তাকে বলেছি — সংসারী লোককে বলেছি তোমার সাথে আমার ঝগড়া কেন? প্রেম প্রীতি থাকবে ঝগড়া হবে টাকা পয়সা লেনদেনে তাছাড়া ঝগড়া হওয়ার কারণ নাই — এই হবে বিবেক দংশন — বিবেক যার প্রতি ঠিক হয় তখন বিবেক বলে এ রাস্তা নয় গুরু যা বলেছে এইটাই ঠিক — কলিতে ধর্ম যোগ যাগে হয়? একমাত্র "গুরু কৃপাতে" — গুরুর

Scanned with CamScanner

ফটোখানি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ওকে পুজা করতে পারলে সব হয়ে গেল —

দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কিসের? আর এই অখাদ্য ভাদ্র মাসেই জন্মাষ্টমীর দিন আমার জন্ম হবে কেন? "যত বড় ভক্ত হবে তাকে তত বড় কষ্ট ওঠাতে হবে"

হরি বলনা সবে ভাই আয় সে খেলা খেলাই
যে খেলা খেললে জীবের জন্ম মৃত্যু নাই
হরি মাতা হরি পিতা হরি জীবের মুক্তিদাতা
আয় সে খেলা খেলাই
সংসার বিষয়ানলে দিবা নিশি হিয়া জ্বলে
চেয়ে দেখ তোর অন্তিম কালে গুরু ভিন্ন কিছু নাই

মানুষের যত পার সেবা কর — কাজও করবো না অথচ বাঁশ দেব তা করো না —

আমি যা করে গেলাম দেখিয়ে গেলাম মহাবীর — এত আঙুল দিয়ে দেখান — তুমি যে রাস্তা দিয়েই যাও ঐ রাস্তা পৃথিবীর মধ্যে বড় ষ্টেশন মোগলসরাই — বিভিন্ন রাস্তা এসে মিলেছে কিন্তু এটা Main junction তেমনি ঐ বাবাজী মহারাজই হচ্ছে Main junction তুমি যে রাস্তা দিয়েই যাও — বাবাজী মহারাজের Junction দিয়ে যেতে হবেই যত শত্রুই হোক — মহাবীর তোমার পায়ে এসে পড়তে হবে —

ঠাকুর তোমার ছবি সামনে দিয়ে Invitation Card ছাপালে কি রকম হয় যখন শিবরাত্তিতে উৎসব হবে ১৯৯৯ সনে — তবে তার মধ্যে একটা চিন্তা আছে ঠাকুর ঐ Card কেউ যদি নর্দমায় ফেলে দেয় বা রাস্তায় ফেলে দেয় তাহলে আমার গুরুর অপমান হবে?

দুর বোকা তোমার কাজ তুমি করে যাও জেনে রেখ আমি নর্দমাতেও আছি আবার রাস্তাতেও আছি তাতে কিছু এসে যায়, আবার ঐ নর্দমা থেকে আমায় তুলে কেউ আমার খোঁজ করতে আসবে। —

বিজয় দাভে যে ছবিটা আমার দুর্গাপুরে শিমুলতলা কালীবাড়ীতে তুলসীতলায় ছবিটা তুলেছে যেটা বিশ্বজোড়া আমায় নিয়ে থাকবে সেই ছবির

Scanned with CamScanner

মাথাটা কাটা আছে ত একজন বলছে, বাবার মাথাটা কাটা আছে, ভাল ছবি নাই আমি বললাম জগন্নাথ দেবের হাত নাই পা নাই ত জগন্নাথ দেব নাই — তিনি 'জলে তিনি স্থলে তিনিই অন্তরীক্ষে মা আছেন সর্বঘাটে অর্ঘ পটে সাকার আকার নিরাকার। —

আমি তিব্বতে পাহাড়ে চলছি, একটা নীলকণ্ঠ পাখি ক্যাঁ ক্যাঁ করে মাথার উপর ডেকে যাচ্ছে তখন এক তিব্বতি বলছে বাবা, আপনি সরে আসুন ঐ পাহাড়টা ধসে পড়বে, আমি তখনই এক মাইল সরে গেলাম তার পরে বিকট আওয়াজ করে পাহাড়টা ধসে পড়ল — এইবার বল যদি আমি ঐ তিব্বতীর কথায় সরে না যেতাম বিশ্বাস করে, অবধারিত মৃত্যু — তাইজন্য বিশ্বাস করলে সাময়িক হয়ত ঠকতে হবে বাহ্যিকভাবে কিন্তু ভেতরে কেউ ঠকাতে পারবে না কারণ ভেতরে তিনি বসে আছেন — পৃথিবী শেষ হয়ে আসছে সমুদ্রের জল গরম হয়ে আসবে — সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে গিয়ে ফসল হবে না মানুষ মারা যাবে বিজ্ঞান কিছু করতে পারবে না। তবে আসতেছে সেই দিন পৃথিবী তলিয়ে গেলেও আমার আশ্রমের কিছু হবে না — তলাবে না। একদিন দেখবে এই রায়পুরের নাম জগতের বুকে আনন্দপুর হবে — আর ঐ শিবের নাম হবে আনন্দেশ্বর — মন্ত্র মূলং গুরুবাক্যর আর গুরু বাক্য সদা সত্যম্ — ওখানে সমস্ত দেবতা হাত জোর করে থাকবে। — আমার আশ্রমে যে একবার যাবে সে ভুলতে পারবে না কি আনন্দ আছে। বীরভূমে পাঁচটি সিদ্ধ পীঠ — নলহাটী — কঙ্কালীতলা — ফুল্লরা, সাঁইথিয়া — বক্রেশ্বর আর কত মহাপুরুষের জন্ম এবং চন্ডিদাস - জয়দেব - বামাক্ষেপার লীলাক্ষেত্র তাই এইখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলাম। —

মানুষের কর্মফলের উপর সদ্‌গুরু লাভ, নির্দ্দিষ্ট কর্ম না হলে হবে কেন? তার কাছে জাত নাই ধনী নাই গরীব নাই — তিনি জাত পাতের উর্দ্ধে — গরীব শিষ্যের জন্য কিছু দিও না কলা দাও আর বড়লোক শিষ্যের জন্য তিনখানা মাছ দাও — তা নয় আমার কুকুরটার সমান অধিকার — খাওয়া সকলের এক অধিকার — কিন্তু বাস কর বিভিন্নভাবে — তবে আমরা ভাল খেয়ে গরীবকে খেতে দিই না কেন? দরিদ্রনারায়ণ যখন খেতে পায়না তখন আমার খাবার দরকার নাই — সেইজন্য আমার শিষ্যদের বলি যখনই কোন মানুষ

Scanned with CamScanner

হাত চিৎ করে কিছু চাইবে যা পারবে দেবে বিচার করবে না আর বৃহস্পতিবার মানবে না —

আমার সবচেয়ে ভাললাগে মানুষকে ভালবাসা — বাসাটা যদি ভাল হয় থাকাটা কত ভাল লাগে — সম সাচ্ছ্যন্দ কোথায়? সব ভালবাসাতে — আমার কথায় কোন মিথ্যা আছে? কিহে গোপাল ঠাকুর — মাষ্টার — ??? — যা তোমাদের বেদ' বেদান্ত শাস্ত্রে লেখা পাবে না বা কোন মুনি ঋষীর কাছে শুনতে পাবে না যা আমি বলে যাব — যা বলে গেলাম মনে রেখ Diary লিখে না রাখলে সব ভুলে যাবে — কিছু পূর্ব্বেকার সুকৃতি থাকা চাই — বোধ শক্তি থাকা চাই — ভক্তি বিশ্বাস থাকা চাই — সে গুরুর কথা ত শুনেছ তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠা যখন মিলে যাবে তখন মনে হবে বাবা ত দশ বছর ১৫ বছর আগে বলে গেছে — এই আশ্রম হয়ে যাক প্রতিষ্ঠা তারপর একটা একটা করে ফলে যাবে কথা আমার — জলের বুদবুদের মত উঠলাম আর মিলিয়ে গেল — তোমরা আমাকে এই প্রতিষ্ঠার উদ্ধার কর এই ধাক্কা সামলে আমি আবার বেশ কিছুদিন বেঁচে যাব — আমার এতবড় Pressure বোঝান যাবে না — কার মধ্যে তিনি কিভাবে করাবেন তুমি জান? যখন চিন্তা করবে দেখবে ও তাহলে বাবা এইভাবে কাজ করেছে — আমার কি যে আনন্দ হয় তোমাদের কি বলব — যে যেখানে আছে খেয়ে বাঁচুক আর মাথার উপর যেন আচ্ছাদন থাকে — কিন্তু মানুষ কি তা চায় দশ লক্ষ পেলে দশ কোটী চায়। — ত্যাগ সেটাও বাড়তে বাড়তে বেড়েই যায় কত ত্যাগ করতে পারে মানুষ — "যে কোন জিনিষ চাওয়াটা মানেই দুঃখ"। ঠাকুর আমায় শক্তি দাও যেন খেতে ঘুমোতে পাই — মরবার আগে এমন কিছু করে যেতে চাই যার সাক্ষী থাকবে "পৃথিবী" — আমি যাবার পর অনেক কথা লিখবে অনেক কথা বেরোবে যার বিরাট বিরাট মানে হবে — "জাতস্য ধ্রুব মৃত্যু" — মহাবীর বুঝবে বুঝবে সময় এসে গেছে আর দেরী নেই। —

শিব পঞ্চমুখে রামনাম করত আবার রাম জপ করত শিবের এ বোঝাভার — যে গুরুকে ভালবাসে সে কারোর কথা মানে না আর মানবেও না — আমার আসলকথা By hook or by Crook — এমন যদি হয় তাহলে বিশ্ব দুনিয়ায় হবে। ঐ একটাই ঠাকুর থাকবে আর যদি না হয় আর হবে না

Scanned with CamScanner

এইটাই শেষ সুযোগ — আটটি লোক হলেই হয়ে যাবে — আর ঐ আটটি লোক নিয়ে আমি Whole World কাঁপিয়ে দিয়ে যাব — সবাইকে প্রেরণা তাদের দেবে ঐ আটটি লোক —

মানুষ সর্বগুণ আধার হবে এটা ভাবা মুস্কিল সর্বগুণে ভূষিত একজন ছাড়া আর কেউ নাই — মানুষের মধ্যে দোষগুণ সব থাকবে — মানুষ যদি সব গুণ বাড়ায় দোষ গুলো কখন চলে যাবে সে নিজেও টের পাবে না। আমার কাজ হচ্ছে লোকগুলোকে Rectify করা তাদের তাড়িয়ে দেওয়া নয় — কেউ একবার কেউ দুবার এইভাবে সময় লাগবে তুমি University পাশ করেছ একদিনে না ধাপে ধাপে।

এই কলির শেষ, অশান্তি আগুন জ্বলবে পৃথিবীব্যাপী, এইবার শান্তি আনতে হবে — এইবার আমাদের দায়িত্ব প্রত্যেকে প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে প্রেমের বন্ধনে কাঁদতে হবে " তখনই সত্যযুগ — তখনই আনন্দলোক আশ্রম"।

তবে জীবনের শেষলগ্নে এসে বার বার করে বলছি এইটা তোমরা আমায় উতরে প্রতিষ্ঠা করে দাও — যে ভাবেই হোক মন্দির তৈরী করে শেষ করে দাও — প্রত্যেকের অন্তর আছে আর তুমি যদি তার সাথে সেইভাবে কথা বলতে পার সে বলবে বাবা এযে মহতের থেকেও মহৎ — এর মধ্যে কিছু নিশ্চয়ই সদ্‌গুরুর স্পর্শ আছে যেটা আমার মধ্যে নাই আমি বুঝতে পারছি না — আমরা মার কাছে প্রার্থনা করি মা ভক্ত যেন তোমায় ডাকলে তোমাকে পেয়ে যায় — কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী — সব তার হাতে তিনি যাকে কৃপা করেন তার একটা চুল বজ্র মেরে বা সুদর্শন চক্র মেরে কাটতে পারবে না। —

ঠাকুর তুমি আমায় বলেছিলে ব্রুয়াৎ সত্যম্ মা ব্রুয়াৎ অপ্রিয়ম্ সত্যম্ — ঠিকই বলেছি অপ্রিয় সত্য বলবে না মানুষ মনে ব্যথা পেয়ে যায় — মানুষের মনে ব্যাথা দেওয়া মহাপাপ। আত্মহত্যা করা মহাপাপ আর ভ্রূণ হত্যা করা মহাপাপ বাকি ৮৪ লক্ষ পাপ — আবার বলেছিলে ঠাকুর চোখে দেখবে কানে শুনবে কিন্তু মুখে কিছু বলবে না — সেটা কখন যখন ঈশ্বরীয় কথা শুনবে তখন অপরের কাছ থেকে ভাল ঈশ্বরীয় কথা নেবে কিন্তু নিজের অর্জিত ধন সহজে বিক্রি করবে না। বাঃ অদ্ভুৎ কথা বললে তাহলে তুমি যে মন্দিরের চূড়া

Scanned with CamScanner

করলে দুর্গাপুরে এবার চূড়ায় আগুন লাগল তুমি চুপ করে বসে থাকবে দেখবে কিছু করবে না — লোভটা জীবনে যতটা পারবে কম করবে।

ঠাকুর শ্রী রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ তারাও রুদ্রর অবতাররূপে জন্ম নিয়েছেন আর দুই অংশ তোমার মধ্যে তাই তুমি আমায় বলেছিলে আমি "রুদ্র অবতার" — আর দশটি শক্তি তোমার দেহে বসে আছে নাভিকুন্ডল এবং বিভিন্নস্থানে তার ছবিও আমার কাছে আছে এবং যখন যে মহাপুরুষ-দের শক্তিকে প্রয়োজন তুমি তাকে ডাক সে এসে যা উত্তর দেয় সেইভাবে তুমি জগৎ চালাও — এটা কি ঠিক — হ্যাঁ শুধু রুদ্র অবতার নয় "বিশাল রুদ্র অবতার" ঠাকুর তোমার পায়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আছে আর শঙ্করাচার্য্যের আছে তাও শুধু পদ্ম আর শঙ্খ - গদা আর চক্র ছিল না।

বাবা গুরুর আদর্শ পালন করা শ্রেষ্ঠ না গুরুর কর্ত্তব্য পালন করা শ্রেষ্ঠ? গুরুর কর্ত্তব্য পালন করাটাই শ্রেষ্ঠ এবং সেটাই গুরুর আদর্শ পালন করা হল — "তার স্পর্শে সর্ব পাপ মুক্তি তিনি যদি স্পর্শ করেন" — সকলকে আপন করে নাও দেখবে তুমি কত আনন্দে আছ — "ঠাকুর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?" "বল, শ্রীগুরুদেবকে পাব কি করে?" মনের মলিনতা ত গেল না তিনি চান "তোমার মন—" বলে গান গাইছেন নিজের লেখা

গুরু আমার দয়াল বটে সত্য আমি হলেম কুপদার্থ ওগো জন্মাবধি গেল না মনের মলিনতা। তিনি টাকা চান না — কিছু চান না — মনটা দাও ধনটা নাও পণ্ডিতের থেকে মুর্খের বেশী বিশ্বাস হয় — রামায়ণ মহাভারত পড়ে দেখ আমি যা বলেছি সেইটা ওখানে বলেছে — আমি বলছি আমার ভেতর থেকে — শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না — শাস্ত্র না মানলে আমরা চলতে পারব না — গুরু কথাই শাস্ত্র — তিনি অশান্তির কোন কাজই করেন না — মানুষকে না ভালবাসলে দেশকে ভালবাসতে পারবে না — দেশকে এত ভালবাসি যে তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না।

নিজের মাঝে মাঝে মনে হয় মরে যাব তারপর ভাবি না এদের কাজটা বুঝিয়ে দিতে হবে মরলে চলবে না — মহাবীরকে মহাবীরের কাজ — কুশলকে কুশলের কাজ — অলকেশকে অলকেশের কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে — তারপর যাব।

Scanned with CamScanner

তোমার মাকে বলি আমার যাবার পর সাত বছর তুমি থাকবে তুমি Accident করতে পার — মরতে পারবে না — যমের বাবার সাধ্য নাই আমার কাছ থেকে তোমায় নিয়ে যাবে — মহামৃত্যুঞ্জয় জপ আমি করি — যতই তোমার পায়ে বাত থাক্ তুমি মরতে পারবে না — শ্যামা শ্যাম শিব রাম এই দুটি নাম সব সময় আমি করি — সীতারাম গৌরীশঙ্কর রাধেশ্যাম — সীতারাম — সীতারাম — সীতারাম

আমার এই গুরু বন্দনাটা বিশ্বধ্বনী হয়ে থাকবে আর ঐ Photo টা প্রতি ঘরে ঘরে থাকবে — একটা মানুষের মধ্যে ত্রীশূল-তীর-ধনুক আর ওঁ — ঐ জনমেও অন্তরঙ্গ গুলো থাকলে কথা বলতাম আর বহিরঙ্গগুলো এলে পাস ফিরে শুয়ে থাকি — আমি চারযুগ ধরে আসছি — তোমরা কে কি ছিলে দেখতে বা জানতে পারছ না আমি দেখতে পাচ্ছি তবে কেউ কেউ সময়ে জানবে — তিনি পাঠিয়ে দিয়ে FIELD তৈরী করে তবে আসেন — তিনি আনন্দময় পুরুষ তার পাশে যারা থাকে তারাও আনন্দ পায় কিন্তু সকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না — তাই শ্রীগুরুর শ্রীচরণে সব দিয়ে দাও তোমরা তার সাঙ্গ পাঙ্গ — তোমরা যখন আমার চন্দননগরের বাড়ীর থেকে যাও তোমাদের নিজের বসত বাড়ী বা কর্মস্থল তখন তোমাদের সাথে সাথে ট্রেনে বা বাসে সূক্ষ্মে গিয়ে তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আবার চলে আসি। আবার পথ চেয়ে বসে থাকি কবে আমার পঙ্কজ আসবে? তোমরা দুরে চলে গেলে ভাবি আমার ছেলেরা ভাল আছে ত? যদি কোন সন্তানের বিপদ দেখি সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে দি — সঙ্গে সঙ্গে বিপদ কেটে গেল — এই সংসারে সর্ব মূহুর্তে বিপদ — তোমরা আমার সাক্ষী রয়ে গেলে।

বিশ্বাসের থেকে অনুভব আসে — অন্ধ বিশ্বাস না হলে অনুভব আসবে কোথা থেকে? এই প্রশ্ন কেউ করে না ভক্তি শ্রদ্ধা আছে তাদের কিন্তু Curiosity নাই কিন্তু তোমাদের আছে। সদ্‌গুরু চিনতে হলে আগে নিজেকে চিনতে হবে — ভাবের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে — সবের এক ভাব নয় — নানা ঘূর্ণির নানা পথ — যে যেভাবে তাকে ডাকে তিনি সেভাবে তাকে পূরণ করেন — ভাবের যে ভাবনাটা সেটা খুব গভীর হওয়া চাই অর্থাৎ আমি মরব না বাঁচব এ জ্ঞানটা থাকবে না কিন্তু আমি যেটা করব সেটা যেন ঠিক

Scanned with CamScanner

হয় — নিজেকে ফকির করতে হবে তবে সে দান দান হবে আর দানের পেছনে কোন মতলব থাকে সে টাকা আশ্রমে ব্যয় হবে না ভক্তদান করেছে আচ্ছা ও টাকা গো সেবায় দিয়ে দাও আশ্রমে নয় — যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি আরও সব নানারকম মনের ভেতরে থাকে কিন্তু পেতে হলে এগুলো থাকলে অসম্ভব যিনি সবার অতীত তাকে তুমি কি দান করবে — তার দানে পৃথিবী চলছে। —

নবগুণ দেবতার নাই একমাত্র তার আছে যিনি স্রষ্টা — তার কাছে আমি উঁচু যোগী হতে পারি — সাধু হতে পারি এটা সবই তারই কৃপা — নবগুণের উর্দ্ধে তিনি — তুমি যাকে সত্য জেনেছ তার জন্য যদি মরতে হয় মরব — আমি সম্পূর্ণ পৃথিবীর লোকের জন্য মরব — আমি যশের জন্য মরব না — ব্যথিত জন ছাড়া ব্যথা বুঝতে পারবে না। —

আমি বিরাট সিংহাসনে বসে আর চারদিক দিয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-বরুণ সব ঘুরতাছে — তুমি তপস্যার দ্বারা দেবতা হয়েছ — তুমি কি মানুষের জন্য দেবতা হয়েছ? যখন গুরুর কাছে যাও তখন ওখানে গুরুর চিন্তা থাকে সংসার চিন্তা নাই আবার ওখানে যখন থাক সংসার চিন্তা আছে গুরুর চিন্তা নাই — তাই তোমাদের কাছে প্রশ্ন রাখলাম — দেবতা ঈশ্বর যক্ষ পিশাচ রাক্ষস পশু পক্ষী মানুষ সকলের কি কি চিন্তা? বল এরা সকলে কি একই চিন্তা করে? এটার উত্তর সাধারণ মানুষ দিতে পারবে না একটু উচ্চমার্গের লোকছাড়া পারবে না। "এটা পরম ব্রহ্মের উপরের কথা" — যখন জন্মালে তখন ঘুমাচ্ছ আবার যখন মরছ তখনও ঘুমাচ্ছ — দেবতারাও তাই করে — সাধু যোগ নিদ্রা করে পশু পক্ষীও নিদ্রার চিন্তা করে — সকলের কিন্তু এক চিন্তা নিদ্রা — মায়ের পেটে থাকতে ঘুমায় তারপর ঘুমটাকে ভাগ করে নেয় এবং ছোট করে নিয়ে পেট ভরার জন্য কাজ দিয়েছে — কাজ করে - চান করে - খেয়ে - দেয়ে চতুর ভগবান ঘুমটাকে ছোট করে দিয়েছে। —

তোমাদের বাড়ীতে যেমন T. V. Channel আছে আমারও ভেতরে T. V. Channel আছে — যখন যেটা ইচ্ছা হয় সেটা খুলি — আমার ইচ্ছা হয় বাছাই কয়েকটা ছেলেকে নিয়ে MEDITATION বসাই আর কোন কাজ থাকবে না তাদের ঘরে — "সে আর তুমি আলাদা নও একই অঙ্গে দুই"।

Scanned with CamScanner

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধটা কিরকম জান — এটা রাধা এবং কৃষ্ণের যা সম্পর্ক তাই" আমি আমার দোষ দেখতে পাই বিশ্বের দোষ দেখতে পাই না — আমি এই চিন্তা করতাছি আমার স্বার্থেতে অপরকে কষ্ট দেওয়া — এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি চলতে ফিরতে পারিনা তোমাদের সাহায্য তাই চাই কাছে যখন থাক তবে আশ্রম শেষ হলে আবার চলতে পারব। — যার চিন্তা সে করবে আমার কোন চিন্তা নাই — আমি কিন্তু মহাবীর তোমাদের কাছ থেকে শিখি তোমাদের ধৈর্য্য - ভক্তি - শ্রদ্ধা না আছে তোমাদের গর্ব অহংকার - না কিছু আছে — এই গুণগুলো তোমাদের কাছ থেকে আমার মধ্যে এসেছে।

আমি খোলা মনে প্রাণে — হাতে ভাতে খোলা জায়গায় সবসময় খোলা — যদিও আমি ঢাকার লোক ঢাকা থাকার কথা কিন্তু সব সময় আমি খোলা — যেমন সব খোলা ভোলানাথ। কাপড় নাই ভস্ম মেখে বসে — অলঙ্কার বাঘের চামড়া ছাই রুদ্রাক্ষ মেখে বসে খাই অদ্ভুত — সেই শঙ্করের দৃষ্টি আদি আর একটা জিনিষ চিন্তা করি বই খাতায় কোন প্রামাণ্য হিসাব নাই — ভারতবর্ষ শিবের উপর প্রতিষ্ঠিত — হিমালয়ে কত শিব এক একটা শৃঙ্গ এক একটা শিব — জঙ্গলের রাস্তায় যেতে হবে শিব পাবে সেখানে — তিনি সৃষ্টির তুঙ্গে বসে আছেন সকলে যেতে পারবে না তার নাম তুঙ্গনাথ — কৌপিন সাধু ছাড়া পারবে না — মহাবীর হার খাইনি কখনও জীবনে, যেখানে যত বিপদ হয়েছে ছেড়ে কথা কইনি ঠিক পৌঁছেচি। —

এই রামচন্দ্রের মন্দির তৈরী হবে বাবা — হতেই হবে শাশ্বত সত্য এবং সত্যযুগেই হবে — আবার এক এক সময় ভাবি আমি মানুষ ত তারপর সম্বিত যখন ফেরে তখন দেখি হ্যাঁ মানুষ — অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যে থেকে যে সহ্য করে সহজভাবে জীবন যাপন করবে সেই তাকে পাবে — এই আশ্রম একদিন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশ্রম হবে — জাপান - ইন্দোনেশিয়া - মালয়েশিয়া Specially tourist আসবে আর এই tourist ই টাকা যোগাবে — তখন তুমি টাকা দিয়ে করবে কি? কাজ ত তখন শেষ — একটা কাজ করবে রাজা রাজবল্লভের মত টাকা গেঁথে রাখবে। —

স্বামী-স্ত্রী যেখানে এক আত্মা নয় সেখানে তুমি কোন বড় কাজ করতে পারবে না — টাকা আসছে জানলে — জানবে মাথায় বাড়ি পড়েছে — তার

Scanned with CamScanner

থেকে ডাল ভাত খাও — টাকার দরকার নাই। — আমি যাই কিছু করি তোমার মায়ের কাছে না জিজ্ঞাসা করে করি না — এতে কিন্তু মানুষ সম্মান বেশী পায়, তার শিষ্য ভক্তরা দেখতে পাচ্ছে বাবা মাকে কত শ্রদ্ধা করছে, তুমি সেটা তোমার স্ত্রীর সাথে কর — আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখায় —

এই আশ্রম হয়ে গেলে দুর্নাম - বদনাম - লাভ - লোকসান - ক্ষতি যাবতীয় — তবে এটা জানি কোন কাজ ঠেকবে না — তার ইচ্ছায় সব কাজ চলে যাবে — জানিনা কি করবে? তবে এটা ঠিক তাকে যে ভক্তি নিষ্ঠার সাথে নিয়েছে তাকে কেউ ফেলতে পারবে না। — আমি চলে যাবার পর আটগুণ শক্তি আমার বেড়ে বিদ্যুৎ চমকের মত কাজ হবে — মুখে মুখে কাজ হবে — রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কাজ হবে। — সব জায়গায় গুরুদেবের প্রচার দরজায় দরজায় গিয়ে ভিক্ষে করা, কিন্তু আমার উল্টা, প্রত্যেক আশ্রমে গুরু সেবা নিয়ম, আর আমার আশ্রমে শিষ্য সেবা নিয়ম — তুমিও গুরু মহাবীরও গুরু আর আমিও গুরু এখানে গুরু সেবাই হয় — সামনে আসছে দেখতে পাবে কি সাংঘাতিক দৃশ্য যা চোখে দেখে বিশ্বাস করা যায় না এই ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ সন শিবরাত্রিতে দেখবে সব দেবতা - দৈত্য হাত জোড় করে আছে আশ্রমে —

তবে হ্যাঁ সবকে আসতে হবে ঐ পতাকা তুলে মায়ের পায়ে — মঙ্গলকারীও তিনি অমঙ্গলকারীও তিনি, যখন খাঁড়া নেবেন হাতে কোন অসুর থাকবে — সব জয় "মা তারা সামনে এসে দাঁড়া আর আমার মনের যত ময়লা তুই তাড়া আর আমার বুকে এসে দাঁড়া" আমার এই গুরুবন্দনা কেউ যদি করে Minutely তার জপ ধ্যান লাগবে? সে কোথায় উঠে গেছে আস্তে আস্তে কল্পনা করতে পারবে না — যখন চোখের জল আসে সেটা নিরানন্দ — সন্ন্যাস নিয়ে তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজক হয়ে কিছু লাভ নাই শুধু ঘরে বসে সব হয় — সেটা আমি তোমাদের মত সংসারি হয়ে ছেলে নাতি পুতি নিয়ে বিরাট সংসারে আছি কিন্তু কোন সংসার আমার দেখতে পাবে না — তবে একটা কথা তুমি শিব হও শিব হয়ো না — সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ আমির মধ্যে দুটা যখন জীব আমিতে কাজ করে অনেক ভুল করে — বন্ধু বান্ধব ধোঁকা দেয় — শিব আমি যে তার কোন CARE নেই কার উপকার করলাম — কে আমায় মাথায় নিয়ে

Scanned with CamScanner

নাচল — দুর আমার কাজ আমি করছি সে এখন যা ইচ্ছে করুক —

সৃষ্টির যত কিছু ঘটনা পাল্টাচ্ছে তার মধ্যে হচ্ছে শিব তার PERMISSION ছাড়া দেবতারা কিছু করতে পারে না — ভগবানের সাথে আমার তর্ক হলো একদিন ভগবান বলছে আমায় তুমি ওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার কে? তুমি তোমার কাজ কর ওকে অন্যায়ের ফল ভুগতে দাও — ও অন্যায় করেছে বিপদ এসেছে — ওরে বুঝতে দাও — জানতে দাও — ওকে চট করে বিপদ থেকে উদ্ধার করছ কেন? কিন্তু আমি বললাম ভগবানকে তুমি আমায় মানুষ করে পাঠিয়েছ আর তোমার শক্তিতে আমি শক্তিমান —

মানুষের জন্য মানুষ যদি করে তোমার ক্ষতি কি? ভগবানকে বলি ভগবান ARGUMENT দিয়েছে আর আমিও ARGUMENT দিলাম — এবার বিচার কর তোমরা — আমি বলি সে অজ্ঞানে করেছে আর আমি জ্ঞান দিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করছি। —

তোমরা বল গুরুর পাপ নাই — গুরুর পাপ কোথায়? তুমি অন্যায় করছ আর তোমাকে বাঁচিয়ে আমি উদ্ধার করছি তোমার পাপ টেনে "এইটাই আমার পাপ" —

আমি করাচ্ছি তোমাদের দিয়ে যেমন আনন্দবার্তা করাচ্ছি কুশল আর রুবি বাগচিকে দিয়ে — মন্দির করাচ্ছি নির্মল মুখার্জী - প্রশান্ত লক্ষী - অলকেশ - সুকু - উৎপল - কামাক্ষা - পার্থ - সুভাষ এবং আরও অনেককে দিয়ে এবং প্রত্যেকের মধ্যে আমার চুড়ান্ত শক্তি ঢেলেছি যার জন্য এটা সফল হল। —

আমি সব সময় টাকা পয়সা থেকে দুরে থাকি — আমার একবেলা দুটো খাওয়া — একটা কাপড় — একটা ছেঁড়া গেঞ্জি থাকলে হলো — একদিন আমার মাথায় বালিস্ ছিল না — মাথায় তিনটা জটা ছিল — ঐ জটা জড়ো করে নিয়ে বালিশের মত করে শুতাম আর বাঘের ছালটা ছিল আমার ধ্যানের আসন, আবার ঘুমন্ত অবস্থায় চোর চুরি করে নিয়ে গেল, স্বর্গ কোথায়? মানুষের মাঝে স্বর্গ আর মানুষের মাঝেই নরক এবং মানুষের মাঝেই সুরাসুর। — সারা পৃথিবী ঘুরে দেখ নরকে পরিণত হয়েছে — বিষয় ভোগ ত্যাগ কর তখন শান্তি আসে চৈতন্য আসে আনন্দ সব আসে একসঙ্গে — যতক্ষণ তুমি তার দেখা না পাবে ছাড়াছাড়ি নেই ততক্ষণ — দেখা পাবার পর আর দরকার

Scanned with CamScanner

নাই কাজ হয়ে গেল এবার তুমি অন্যকে দেখাতে পারবে। —

সেইজন্য তোমাদের আনন্দ বার্তায় এই গানটি লিখে রেখ যা আমার জীবনের সঞ্চয় করা গান এবং সুর। আমি রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতাম খাদ্য নাই ঘুম নাই তখন নিজ মনে গান রচনা করতাম আর সুর দিয়ে গাইতাম —

কোন পাপেতে এমন হলো বল দয়াময় ওগো বল দয়াময়
কেন দুখের তরে জনম্ আমার সুখের তরে নয় —
তুমি নাকি কাঙাল ঠাকুর সবার ভাল কর
আমার বুক ফাটালে চোখের জ্বলে তোমার বিচার কেমনতর?
আমি কেঁদে কেঁদে বলব প্রভু এই কি তোমার বিচার
বিনা দোষে এ জীবনে শাস্তি কেন হয়?
দ্বিতীয় সঙ্গীত অতি অবশ্যই মনে রেখ
নিয়ে তব নাম ওহে গুণধাম আমি ঝাঁপ দিলাম এই পরীক্ষা সাগরে —
কর্ত্তা তুমি তোমার করিছ এ বিশ্বগঠন কর্ম তুমি তাহে করিছ পালন
আবার ক্রীয়ারূপে তুমি জীবের অন্তর্যামী —
তোমার ইচ্ছানুগামী সকলি সংসারে —
আমায় করাইতেছ যাহা তাই করি হে হরি
আমি ফলাফলের চিন্তা কিছু নাহি করি —
আমার এই চিন্তা শুধু ভব চিন্তা হারি
যেন বিষয় চিন্তা মাঝে ভুলিনা তোমারে —
আর শেষ সঙ্গীতে যে তোমায় এ পৃথিবীতে পাঠাল

এত ভালবাস থেকে আড়ালে যখন ছিলেন আমি দশমাস দশদিন কারাগারে — তখন আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে প্রভু বাঁচালে আমারে — যখন ভুমিষ্ঠ হয়ে মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম মায়ের স্তনের রক্ত পেয়ে হে দয়াময় তুমি ক্ষীর করে যে দিলে — তুমি ক্ষীর করে যে দিলে" —

শ্রীকৃষ্ণের মায়া ছিল — শ্রী রামচন্দ্রের মায়া ছিল আমার কিন্তু মায়া নেই

Scanned with CamScanner

আছে "দয়া" — তাই সংসারি মানুষ শত অন্যায় করলেও তাকে আবার সুযোগ দিই যাতে ভাল হয় — তুমি হচ্ছ একটা চামড়ার খোলস আর কতকগুলো হাড়ের সমন্বয় করা কাঠামো — তুমি নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচী যা করাচ্ছেন সব তিনি তুমি কিছু করছ না "তিনি শুধু তোমার ভাবটা লক্ষ করেন" —

এইখানে শ্রীগুরু কথা শেষ করলাম এবং সর্বশেষে বলে রাখি আমার দীর্ঘ ২৭ বছর সদ্‌গুরুর সাথে দেহে-মনে-তীর্থে-উৎসবে যে অনুভব হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে ইনি রাতকে দিন করতে পারেন। ইনার রুদ্র অবতারের শক্তি দিয়ে আমি কেদার বদ্রির জঙ্গল চটীতে ৪ $^{১}/_{২}$ ঘন্টা সমাধি দেখেছি ১৯৭৪ সনে। শিবানন্দ বলে এক সেবককে উনি আমার সামনে বলেছিলেন আমি যখন সমাধিস্থ হব আমায় তখন ছোঁবে না। তুমি সেইসময় স্পর্শ করলে পাগল হয়ে যাবে। এই সেই শিবানন্দ দুহাত তোলা সমাধি স্পর্শ করেছিল গুরুবাক্য লঙঘন করে এবং পাগল হয়েছিল এবং বলেছিলেন আমি যখন নিজের দেহে ফিরে আসব তখন স্পর্শ করতে পার। — আমি MARUTI গাড়ীতে করে যেতে যেতে ভোর বেলায় DURGAPUR EXPRESS HIGHWAY থেকে ২৫ ফুট নীচে ৭টা পাল্টি খেয়ে Accident, করি গত বুদ্ধপূর্ণিমার দিন কিন্তু অক্ষত অবস্থায় আমি আমার স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেঁচে ফিরি চন্দননগরে। যখন পৌঁছলাম জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে বাবা? বললাম Accident, আমায় শুধু বললেন ২২০০০ ফূট উপর থেকে তুমি কেন, যে কোন লোক ঐ গাড়ী থেকে পড়লে মরবে না ওটা আমার গাড়ী মারুতি ১০৫। তারপর আমার ছেলে এই Maruti গাড়ীতে আর একটা লোককে ধাক্কা মারল তার পেটের নাড়ীঁ বেরিয়ে যায়, ২২টা Stitch পড়ে। সেও বেঁচে গেল। দুর্গাপুরের Bidhannagar Hospital এ আমার স্ত্রী Accident করল Durgapur Park এর সামনে। ডাক্তার ৭২ ঘন্টা সময় দিয়েছিল। তারপর গলার Locket দেখে বলছে আপনার গায়ে কেউ ভর করে নাকি সব Normal কি করে। আমার স্ত্রীর Uterus -এ ষোলটা Tumour ধরা পড়ল Sonography করে। বাবা তখন দুর্গাপুর মন্দিরে পাঁচ দিন ছিলেন। ডাক্তার চেষ্টা করল পেট কাটবে কিন্তু বাবা Infection করে দিলেন ডাক্তার সাহস পেল না, শুধু মন্দির থেকে বাবার প্রসাদ নিয়ে খাইয়ে দিলাম। Operation হল না আজ দুবছর — আমার পুত্রের এক কঠিন ব্যাধি সারিয়ে দিলেন ঠাকুর যা কল্পনাতীত।

Scanned with CamScanner